بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৬শে জুন, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ও উদারতার কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনে আমরা গরীব-দুঃখীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং দানশীলতার বহু ঘটনা দেখতে পাই। আর শুধুমাত্র তাঁর দাবির পরেই নয়, বরং জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে এবং যৌবনকালেও তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের এমন অনেক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে মায়ের ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়েছেন, সেই মায়ের জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও আমরা গরীব-দুঃখীদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও উদারতার ঘটনা দেখতে পাই; অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর প্রকৃতিতে সততা ও পুণ্যস্বভাব সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকেও উন্নত নৈতিকতা শিক্ষার পরিবেশ লাভ করেছিলেন।

যাহোক, হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মাঈ চেরাগ বিবি সাহেবা অর্থাৎ হযরত আকদাস (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতার পরিবার এক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মোঘল বংশীয় ছিল। তাঁর স্বভাবের মাঝে দানশীলতা, উদারতা এবং আতিথেয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। একজন সতী-সাধ্বী ও মহীয়সী নারীর মাঝে যেসব উন্নতমানের নৈতিক গুণাবলি থাকা উচিত, তা তাঁর সত্তায় বিদ্যমান ছিল। তিনি সর্বদা প্রফুল্ল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতেন। অতিথিদের জন্য তাঁর হৃদয়ে গভীর আবেগ ও উদারতা ছিল। যদি তিনি খবর পেতেন যে, চার জনের জন্য খাবার পাঠাতে হবে, তখন আট জনেরও বেশি লোকের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিতেন। নিজের শহরের দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। তাঁর এক বিশেষ রীতি ছিল, গরীবদের মৃতদেহের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতেন।

হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোটে চাকরি করতেন, একবার হুযূর (আ.)-এর জন্য তাঁর মাতা মঙ্গল নামের এক নাপিতের মাধ্যমে দুই জোড়া পোশাক এবং কিছু পিন্নি (এক প্রকার মিষ্টিজাতীয় খাবার) পাঠিয়েছিলেন। মঙ্গল নাপিত বলেছে, যখন আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে শিয়ালকোট যাই এবং সেগুলো হুযূরের সম্মুখে রাখি তখন হুযূর (আ.) বলেন, তোমার অংশে যা আসে তুমি নিয়ে নাও এবং আমার অংশটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি বলি, হুযূর! এগুলো তো আপনার জন্য; আপনার আম্মাজান পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, তুমি এসব জিনিস এত দূর থেকে কষ্ট করে বয়ে এনেছ, তাই তোমার অর্ধেক প্রাপ্য; তুমি অবশ্যই নিয়ে যাও। এভাবে তিনি আমাকে এক জোড়া পোশাক এবং কিছু পিন্নি দিয়ে দেন এবং বলেন, আম্মাজানকে গিয়ে বলো যেন আমাকে এখান থেকে শীঘ্রই ফিরিয়ে নেন, এখানে আমার মন বসে না। লোকেরা অন্যায় কাজে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাদের দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব (আ.) যখন চাকরিসূত্রে শিয়ালকোটে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি যে বাড়ির চিলেকোঠায় থাকতেন, সেই বাড়ির কারো সাথে মেলামেশা করতেন না এবং তিনি যে ভাতা পেতেন তা অভাবী ও অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজের জন্য কেবল খাওয়ার খরচটুকু রাখতেন।প্রাথমিক যুগে যেহেতু তিনি নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন, তাই এ ধরনের উন্নত নৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত গোপনে হতো। কিন্তু যখন খোদা তা'লা তাঁকে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন এবং

তাঁর অবস্থা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে, তখন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার এবং বর্ণনা করার মতো মানুষও সৃষ্টি হতে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাহায্য প্রার্থনাকারীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। হযরত মওলানা আবদুল করীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন এমন হয় যে, আসরের নামাযের পর তিনি (আ.) উঠেন এবং মসজিদের বাইরে যাবার জন্য দরজায় পা রাখেন। এমন সময় এক ভিখারি মৃদুস্বরে বলে, আমি একজন সাহায্যপ্রার্থী। হযরত সাহেবের তখন কোনো জরুরি কাজও ছিল এবং সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অন্য মানুষের আওয়াজের সাথে কিছুটা মিশে গিয়েছিল, তাই তিনি মনোযোগ দিতে পারেন নি। তিনি ভেতরে চলে যান, কিন্তু সেই মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁর মস্তিষ্কে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাকে খুঁজতে বলেন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যায় নামাযের পর তিনি যখন পুনরায় বসেন, তখন সেই ভিখারি আবার আসে এবং নিজের অভাবের কথা জানায়। হযরত আকদাস (আ.) অতিদ্রুত নিজের পকেট থেকে কিছু বের করে তার হাতে দেন আর তখন এমন মনে হচ্ছিল যে, তিনি এত বেশি আনন্দিত হয়েছেন যেন তাঁর ওপর থেকে কোনো ভারী বোঝা নেমে গেছে।

কাদিয়ান থেকে ছয় মাইল দূরে 'সাঠিয়ালী' নামের একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একজন গ্রাম্য ফকির আসত। সে মসজিদে মুবারকের ছাদের নিচে জানালার কাছে এসে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতো, গোলাম আহমদ! এক রুপি দাও। এরপর সেখানে বসে পড়ত। হযরত সাহেব (আ.) যদি ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে সে কিছুক্ষণ পরপর এভাবে আওয়াজ দিতে থাকতো। অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হতো। কিন্তু হযরত আকদাস (আ.) যদি জানতে পারতেন যে, কেউ তাকে কিছু বলেছে তবে তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং হাসি মুখে তাকে এক রুপি দিয়ে দিতেন। তাঁর রীতি এমনই ছিল যে, ভিখারিকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখতেন না।

১৯০৫ সালে হুযূর (আ.) শেষবারের মতো দিল্লী সফর করেন। একদিন তিনি দিল্লীর বিভিন্ন মাজার ইত্যাদি দেখার উদ্দেশ্যে বের হন। কেউ একজন নিবেদন করে, হুযূর! এই পথে এত বেশি ভিক্ষুক থাকে যে, চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, আজ আমরা এদিক দিয়েই যাবো আর ভিখারিরা যা চাইবে তাই দিয়ে দেবো। সেদিন অবশ্য তত ভিখারি পাওয়া যায়নি, তবুও কিছু লোক পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাহিদানুযায়ী সাহায্য লাভ করে।

হযরত হাফিয আহমদুল্লাহ্ সাহেব নাগপুরী (রা.) বলেন, একদিন হুযূর (আ.) গোল কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে প্রায় ২০ বা ২৫ জন লোক উপস্থিত ছিল। হুযূর (আ.) কিছু নসীহত করছিলেন, এমন সময় এক ফকির এসে উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য চাইতে আরম্ভ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার কাছে এটি খুবই বিরক্তিকর মনে হয় যে, সে হুযূরের কথার মাঝে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাই আমি দরজা বন্ধ করে দেই। তিনি (আ.) কথা থামিয়ে আমাকে বলেন, বাড়ির ভেতরের দরজায় গিয়ে করাঘাত করো এবং এই সাহায্যপ্রার্থীকে ভেতর থেকে কিছু এনে দেয়ার ব্যবস্থা করো— আরও বলেন, সাহায্যপ্রার্থীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া উচিত না।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ১৮৯২ সাল থেকে কাদিয়ানে আসতাম এবং ১৮৯৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে চলে আসি। আমার সামনে বহু লোক সাহায্য চাইতে এসেছে, কিন্তু আমি হযরত মসীহ্ (আ.)-কে কখনো দেখিনি যে, তিনি যাচনাকারীকে তামার মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা দিয়েছেন। বরং তিনি সর্বদা রৌপ্য মুদ্রা দিতেন, অর্থাৎ বেশি অর্থ দিতেন।

হযরত আবদুস সামী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়াঁ শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-র আকীকা ছিল এবং লঙ্গরখানায় সকল অতিথি খাবার খাচ্ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও

তাদের সাথে আহার করছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক লঙ্গরখানার ভেতরে সাহায্য চাইতে আসে। মানুষ যখন তাকে বের করে দিতে উদ্যত হয়, তখন হুযূর (আ.) তাকে নিজের হাতে খাবার এনে দেন এবং লোকজনকে ভিখারির প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতে বারণ করে বলেন, সে খাবার খেতে এসেছে; তাকে ধমক দেবে না।

একজন অ-আহমদী ফকির একবার হযরতের সমীপে এসে আবেদন করে যে, 'আমি জঙ্গলে একটি কূপ খনন করতে চাই। যাতে মুসাফিররা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে এবং তারা এর পানি পান করবে।' হযরত মৌলভী ইরফানী সাহেব (রা.) বলেন, হযরত সাহেব (আ.) তাকে এই উদ্দেশ্যে দুইশ' রুপি দিয়ে দেন, এই বলে যে, "তুমি তো মানব-সেবার জন্যই এই কাজ করছ। যাও, কূপ খনন করো, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি।" তিনি (আ.) জামা'তকে মানবসেবার যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন, তার ব্যবহারিক আদর্শ তিনি স্বয়ং স্থাপন করে দেখিয়েছেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে আসে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বিতর্ক শুরু করে। ঈসা (আ.)-এর জীবনমৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হুযূর (আ.) যখন তাকে উত্তর দেওয়া শুরু করেন, তখন সে নির্বাক হয়ে যায়। তিনি (আ.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, বুঝেছ কি? তখন সে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলে, আমি বুঝেছি যে, আপনি দাজ্জাল (নাউযুবিল্লাহ); কারণ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য হলো সে তর্কে অন্যদের নিরুত্তর করে দেবে। তিনি (আ.) এরপর আর কিছু না বলে বাড়ির ভেতরে চলে যান। অমৃতসরে গিয়ে এই মৌলভী একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং তাতে এই বাহাসের ঘটনা উল্লেখ করে লেখে, **যখন তিনি ভেতরে চলে যান, তখন আমি একটি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত, আমাকে কিছু সাহায্য করুন। তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমার কাছে ১৫ রুপি পাঠিয়ে দেন। আমার চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন সত্ত্বেও যখন তিনি জানতে পারেন যে, আমি অভাবী তখন তিনি আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন; এটি কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। তিনি অত্যন্ত দানশীল।** এই মৌলভীর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামা'তের সদস্যরা তাকে অর্থ দেওয়ার ঘটনাটি জানতে পারে, নতুবা মসীহ্ মওউদ (আ.) কাউকে একথা বলেনও নি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার আম্মাজান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, হযরত সাহেব প্রচুর সদকা দিতেন এবং সাধারণত এত গোপনে দিতেন যে, আমরাও জানতে পারতাম না। আমি জিজ্ঞেস করি, হুযূর কত সদকা দিতেন? তখন আম্মাজান বলেন, প্রচুর দিতেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে যত টাকা আসত তার এক দশমাংশ সদকার জন্য আলাদা করে রাখতেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি এক দশমাংশের বেশি দিতেন না; বরং কখনো কখনো প্রয়োজনীয় খরচ অনেক বেড়ে যেত, তাই সদকার অর্থে যেন কোনো ঘাটতি না হয় সেজন্য তিনি আগেই অন্তত এক দশমাংশ আলাদা করে রাখতেন, যাতে সেই অর্থ অন্য কোনো খাতে খরচ না হয়ে যায়। সদকা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আহমদী বা অ-আহমদীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এটিও তাঁর চিরায়ত অভ্যাস ছিল যে, তিনি সাহায্য যাচনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপও খুব ভালো বুঝতেন।

বর্ণিত হয়েছে, মৌলভী আবদুর রহমান সাহেব শহীদ আফগানিস্তান থেকে এসে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত উন্নত মানের একটি কোট হুযূরকে উপহার দিয়েছিলেন। হযরত সাহেব (আ.) এটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং মৌলভী সাহেবের অনুরোধে তার সামনেই তা পরিধান করেন। সেদিন সন্ধ্যায় খাজা কামালুদ্দীন সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর! এই কোর্টটি

আমাকে দিয়ে দিন। তিনি (আ.) সাথে সাথে সেটি খাজা সাহেবকে দিয়ে দেন। এভাবে তাঁকে দেওয়া অনেক দামি উপহার তিনি অবলীলায় কেউ চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিতেন, এমন বেশ কয়েকটি ঘটনাও হুযূর (আই.) আজকের খুতবায় উল্লেখ করেছেন।

তিনি বন্ধুদের আনন্দ-উৎসবে নিজেও অবদান রাখতেন। হযরত মুন্সী আবদুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের নামে লিখিত পত্রাবলী অধ্যয়ন করলে এর প্রমাণ মেলে। হযরত সাহেব (আ.) একবার মুন্সী সাহেবের ওলীমায় এবং দ্বিতীয়বার তাঁর পুত্রের আকীকায় নিজের পক্ষ থেকে অর্থ খরচ করেছিলেন। কিছু লোক হুযূরের কাছে এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ পাঠিয়ে দিতেন যাতে সেখানে বন্ধুদের একটি দাওয়াত খাওয়ানো যায়। তারা যে অর্থ পাঠাতেন তা যদি পর্যাপ্ত না হতো, তাহলে হযরত আকদাস (আ.) নিজের পকেট থেকে অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করে দিতেন এবং বলতেন, এটি অমুক বন্ধুর পক্ষ থেকে দাওয়াত।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও এসব উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী করুন, যা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর এই নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছিলেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)